দৈনিক ইনকিলাব

JUN. 09 2002

সম্পাদক সমীপে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ফাযিল-কামিল

ফাযিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মানের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের দাবী বহু দিনের। ফাযিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে জোট সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফাযিল ও কামিলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তকে অনেকেই ধন্যবাদ জানালেও ২টি কারণে আমি এ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি। প্রথমতঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যারা দেশের ডিগ্রী ও মাস্টার্স ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করত। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেশনজটে জর্জরিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেশনজট থেকে রক্ষা এবং ডিগ্রী ও মাস্টার্সকে নিয়ন্ত্রণকল্পেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিগ্রী ও মাস্টার্স সরিয়ে নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেশনজটের অভিশাপ থেকে অনেকটাই মুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট নেই বললেই চলে। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সেশনজটের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আছে। তার ওপর যদি ফাযিল ও কামিলের ভার বহন করে তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটের একটি জীবন্ত মডেল হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সাথে ফাযিল-কামিল ও সেশনজটে আবর্তিত হবে। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান দেশের সর্ব পশ্চিমে তথা এক পার্শ্বে। শুধু তাই নয়, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহর হতে ২২ ও ২৪ কিঃ মিঃ দূরে এক অজপাড়া গাঁয়ে এর অবস্থান। ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্র ও শিক্ষকদের হালকা কেনাকাটা থেকে আরম্ভ করে বাজার করতে যেতে হয় ২৪ কিঃ মিঃ দূরে কুষ্টিয়া শহরে। ফাযিল ও কামিলকে ইবির অধীনে দেয়া হলে সারাদেশ থেকে বিভিন্ন কাজে আসা মাদ্রাসা ছাত্র ও শিক্ষকদের দিনের পর দিন এখানে অবস্থান করতে হবে। জীবন-যাপনের আধুনিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তো দূরের কথা, এখানে মোটামুটি মানের একটি হোটেলও নেই। তার উপর নিরাপত্তাহীনতা এবং যোগাযোগের সমস্যা তো আছেই। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলাও মারাত্মক বিঘ্নিত হবে। ইবির প্রশাসনের নিকট জিজ্ঞাসা, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সেশনজট মুক্ত হবার সংগ্রামে লিপ্ত, আমরা কি সেশনজটকে আঁকড়ে ধরব? পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী সমীপে আবেদন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার স্বার্থরক্ষা এবং ফাযিল ও কামিলকে আধুনিক ও যুগোপযোগী মানে উন্নীতকল্পে ফাযিল, কামিলের জন্য আলাদা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক।

-শরীফ মোঃ সাজেদুল হক
৪১৫, শহীদ জিয়াউর রহমান হল
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
কুষ্টিয়া-৭০০৩।